বাছাই গল্প

কণা বসু মিশ্র

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

সেদিন যখন	৯
কথার কথায়	১৭
মহামিছিলে একলা সায়রী	৩৬
চন্দনের বনে	৫৬
মলাটের শেষে	৬৩
স্বাতীলেখা	৭৪
সায়ক	৮৩
চান্দ্রেয়ীর চাঁদ দেখা	৯৬
হিমাদ্রিশঙ্কর নিরুদ্দেশ	১১০
বুজু	১১৭
নিঃশব্দের উপস্থিতি	১৩৫
ছোবল	১৪৫
মৈনাক	১৫৪
সোনিয়া	১৬৮
মাধবপুরের ফুলেশ্বরী	১৮১
রাধারানী	১৮৯
এক্স-রে প্লেটে	১৯৫
রাজেশ্বরীর প্রেমিক	২০৪
শেষ বিকেলে	২১০
বৃষ্টির দুপুরে ট্যাক্সিতে	২১৬

সেদিন যখন

আজুসা রোড ধরে সোজা খানিকটা এগোনোর পরই বাঁ দিকে অ্যালবার্টসনস্। বিশাল দোকানি। তারপর ডানদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সাইক্রেস্ স্ট্রিট ধরে মাইল দুয়েক যাবার পরই ভিনসেন্ট অ্যাভিন্যু। দু'আড়াই মাইল ফের চড়াই ভাঙার পালা। এখানে তো কিলোমিটারের হিসেব নেই। আছে মাইলের। ফ্রি ওয়ের ব্রিজের নিচ দিয়ে চলে যাবার পরই দূর থেকে দেখা যায় ওয়াশিংটন মিউচুয়াল, আমেরিকার নামি ব্যাংক। নীল আকাশের ব্যাপ্তি ভ্রুকুটি করে সে উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, কোটি কোটি ডলারের অহংকারে। অথচ তাকে পেছনে ফেলে পার্কের উলটো দিকেই বার্নস অ্যান্ড নোবল্। জ্ঞানের চাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত বইয়ের দোকান। কার পার্কিং লট-এ গাড়িটা রেখে সময় হাতে থাকলে সায়নও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঢোকে সেখানে। অবশ্যই ফেরার সময়। শ্রীজাতাকে পৌঁছে দেবার সময় ওর আর সময় কোথায়? এডিসন কোম্পানির সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার, প্রজেক্টের প্রচুর কাজের চাপ। মাকে সময় কাটানোর রাস্তাটা সেই প্রথম বাতলে দিয়েছিল। বলেছিল, মা! কলকাতায় এমন বইয়ের দোকান পাবে না। লক্ষ নতুন বইয়ের গন্ধ। ফ্রি রিডিং রুম। টেব্‌ল চেয়ারে বসে পড়তেও পারো, আবার ইচ্ছে করলে সোফাও দখল করতে পারো। বিশাল হলের মধ্যিখানে কাচের সুইংডোর ঠেললেই তো স্টারবাক্স কফি হাউস। দুটোই পপুলার, দুটোই বিখ্যাত। সত্যিই তাই। প্রথম দিন সায়নের সঙ্গে বার্নস অ্যান্ড নোবল্-এ ঢুকেই ওর দারুণ ভালো লেগেছিল। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, ভূগোল, কম্পিউটার, চলচ্চিত্র... কী আছে আর কী নেই? শ্রীজাতা র‍্যাক ছুঁয়ে ছুঁয়ে একবার এ বই হাতড়াল, আবার ও বই।

এত বড়ো বইয়ের দোকান নিজের দেশেও কখনও দেখেনি। শ্রীজাতা ছেলের কাছে কিছু দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে লস আঞ্জেলেস্-এ। সায়ন অফিসে বেরিয়ে গেলেই ও হাঁপিয়ে উঠত। তখন কম্পিউটারটাকেই সঙ্গী করে নিয়েছিল সে। ইন্টারনেট সব সময়ই খোলা। কাজেই বসে পড়লেই হল। কোনও সমস্যা নেই টেলিফোন বিল ওঠার। কলকাতায় তো ইন্টারনেট খুলতেই দিতে চায় না সৌগত। ওকে কম্পিউটারে বসতে দেখলেই চেঁচায়, দশ মিনিট হয়ে গেছে, ওঠো ওঠো...।

— আহ্ কী মুশ্‌কিল! মেলটা চেক্ করতে দেবে তো?

— কতক্ষণ লাগে?

— বারে রিপ্লাই দেব না? সেন্ড করার সময়টা তো দেবে?

— সরো সরো, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।... বলো, তোমার পাশওয়ার্ডটা বলো।

— বলব কেন? ওটা তো সিক্রেট?

— তাহলে ই. মেল পাঠানো হবে না।

— তুমি কি এ ব্যাপারেও খবরদারি করবে নাকি? আমার এই সামান্য প্রাইভেসিটুকু রাখতে দেবে না?...

অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবের ই.মেল আসে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে। উত্তর আর সবাইকে দেওয়া হয় না। শুধু ইন্টারনেট চালালে টেলিফোন বিল উঠবে সেই ভয়ে। টেলিফোন বিলেরও তো শেষ নেই। হাজার হাজার হাজার হাজার... প্রচুর হাজার টাকা। বাধ্য হয়েই সৌগত টেলিফোন যেমন রেশন করে দিয়েছে, তেমনি কম্পিউটারে ইন্টারনেট চালানোর সময়টাও।

আমেরিকায় আসার পর রাজার মতো মেজাজে কম্পিউটারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতে পারার খেলাটাও ওর মন্দ লাগে না। এখানে নাকি ডলারটা এক সঙ্গেই নিয়ে নেয়।

কিন্তু শ্রীজাতার কম্পিউটারের নেশাটা যতই থাক, বই পড়ার নেশাটাও যে খুব বেশি। মাল্যশ্রীও এখানে নেই। সায়নের বউ ও গেছে নিউইয়র্ক। খালি ফ্লাটে কাঁহাতক ভালো লাগে? মায়ের কম্পিউটার-প্রীতিতে সায়ন খুব খুশি। সায়ন বলল, আমি এবারে নিশ্চিন্ত। বাবা ইন্ডিয়াতে চলে যাবার পর ভেবেছিলাম, তুমি একা কী করে সময় কাটাবে?

কিন্তু দিন পনেরো বাদেই হঠাৎ একদিন দেখল, ওর মা সাইক্রেস্ স্ট্রিট ধরে হাঁটছে।

বেলা এগারোটা বাজে। শীতের রোদ্দুরে হাঁটা মন্দ নয়। কিন্তু ওর মা তো কিছুই চেনে না। কোনও ম্যাপও কাছে নেই। ওর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে প্রায় আড়াই মাইল চলে এসেছে।

শ্রীজাতা দেখল, ওর পাশে ঘ্যাস্ করে এসে থামল একটা গাড়ি। শ্রীজাতা তখনও অন্যমনস্ক। সায়ন, মা! বলে ডাকায় ও চমকে উঠল। সায়ন বলল, তুমি করেছ কি মা? আরেকটু এগোলেই ফ্রি ওয়ে। ওখানে পায়ে চলা নিষেধ। তুমি কী করতে? পুলিশে ধরত যে! নাহ্ এতটা ডেয়ারিং হওয়া ঠিক নয়। গাড়িতে ওঠো। তোমায় পৌঁছে দিচ্ছি। মোবাইলে আমায় একটা ফোন করলেই তো পারতে?

বার্নস অ্যান্ড নোব্‌ল-এর সামনে ওকে নামিয়ে দিল সায়ন। তার সামনেই জলের ফোয়ারা। পাথরের মূর্তির সামনে মাথার ওপর থেকে শরীর বেয়ে ঝরনা নেমে আসছে। কোনাকুনিভাবে বড়ো বড়ো দুটো কাঠের শৌখিন বেঞ্চ। বিশাল কার পার্কিং লট। গাড়ির কাচ নামিয়ে একটা হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে সায়ন, 'বাই' বলে চলে গেল।

শ্রীজাতা সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল। নতুন বইয়ের গন্ধ। ঝকঝকে মলাট। র‍্যাকে র‍্যাকে বই আর বই। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারটাকে যেন উপুড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। মাঝারি সাইজের গোল টেব্‌লের সঙ্গে কোথাও একটা, কোথাও দুটো, কোথাও চারটে করে চেয়ার। যার যেমন সুবিধে। শ্রীজাতা সব সময় একলাই বসতে চায়। ও একটা টেব্‌লের

চেয়ারই বেছে নেয়। ওদিকে কাচের দেওয়ালের গা ঘেঁষে ওইরকমই একটা একলা টেব্‌ল দখল করে বসে থাকে রোজমেরি। ফিলিপিন্‌স এম, ডি ডাক্তার রোজমেরির গোলাপি গায়ের রং। পরনে নীল জিনস্‌য়ের প্যান্ট, সার্ট। চুলগুলো লালচে। রোজমেরির সামান্য চ্যাপটা নাক। ভারি মিষ্টি চেহারা। শ্রীজাতাকে দেখলেই হেসে বলে, হ্যালো।

শ্রীজাতাও বলে, হ্যালো!

এর বেশি কথাও বলে না। ও চোখ নামিয়ে নেয় বইয়ের পাতায়। নোট লেখায় মন দেয়। এখানে যে কোনও অচেনা মুখই হেসে, হ্যালো! বলে। তারপর কেউই আর এগোয় না। সৌজন্যের মুখোশ তখন বাস্তবের মাটিটাকে বুঝিয়ে দেয়, এই যে ব্যালেন্স হারিও না।

কারওরই কারওর ওপরে অকারণ কৌতূহল নেই। যে যার জায়গায় ভয়ানক ব্যস্ত। শ্রীজাতার কিন্তু যথেষ্ট কৌতূহল। এই যে মাইকেল বলে ছেলেটা শ্রীজাতার পাশের টেব্‌লে এসে বসল, লম্বা একটু রোগাটে ধরনের। সাদা চামড়ার মার্কিন যুবক। বয়স হবে একুশ বাইশ। ওর গায়ে লাল টুকটুকে একটা গেঞ্জি। পরনে নীল জিন্‌স। চোখের মণি নীল। সোনালি চুল ছোটো করে ছাঁটা। কাল শ্রীজাতা যখন র‍্যাকে বই খুঁজতে গিয়েছিল, তখন ওর ব্যাগে রাখা মোবাইল ফোনটা বেজে উঠেছিল। বই নিয়ে ও টেব্‌লে বসতেই মাইকেল বলল, ইউ জাস্ট মিস্ট আ কল্‌ ওন্‌ দা মোবাইল।

শ্রীজাতা ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের করে দেখল, আত্রেয়ী ওকে ফোন করেছে পিট্‌সবার্গ থেকে। নো রিপ্লাই পেয়ে থেমে গেছে। মোবাইল স্ক্রিনে আত্রেয়ীর নম্বরটা দেখতে পেয়ে শ্রীজাতা ওকে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

ছেলেটা মুচকি মুচকি হাসছিল। শ্রীজাতা জিজ্ঞেস করল, আর ইউ আ রিসার্চ স্কলার?

— নো। আই অ্যাম অন্‌লি আ রিডার। আই অ্যাম্‌ ইন্‌ সার্ভিস।

— ইউ?

শ্রীজাতা ঠোঁট ভেঙে হাসল। বলল, ইউ আর সাচ্‌ আ সিরিয়াস্‌ রিডার অ্যান্ড সাম্‌টাইম্‌স ইউ আর টেকিং নোটস্‌ ফ্রম দা রেফারেন্স বুকস... ইট্‌ সিমস দ্যাট্‌ ইউ আর আ স্টুডেন্ট।

— আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু বি আ স্টুড্‌ন্ট, বিকজ আই লাভ টু রিড্‌ বুকস।

মাইকেল বলেছিল, কভিনা থেকে পায়ে হেঁটে ও রোজ এখানে পড়তে আসে। ওর আসতে যেতে পঞ্চাশ মিনিট সময় লাগে। খুব দ্রুতপায়ে ও হাঁটে। ওর তো গাড়ি নেই। বাসের ভাড়াটাও যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে ওকে হিসেব করেই চলতে হয়।

শ্রীজাতা ভাবল, এদেশে তো আঠারো বছর বয়স হলেই মা-বাবার সঙ্গে কেউ থাকে না। এই যুবকটি নিশ্চয় একাই। ও জিজ্ঞেস করল, আর ইউ লিভিং উইথ্‌ ইওর পেরেন্টস্‌?

মাইকেলের চোখে মুখে একটা বিষণ্ণ ছায়া পড়ল। বলল, নো, নো...।

অই অ্যাম্‌ নট্‌ লিভিং উইথ মাই ওল্ড ফোক্‌স।

তারপরই ওর কথা ফুরিয়ে গেল। ও বই পড়ায় মন দিল। শ্রীজাতা তাকাল মাইকেলের দিকে। বলল, হোয়ার ডু ইউ লিভ? ডু ইউ স্টে অ্যালোন্‌?

মাইকেল বই থেকে চোখ তুলে তাকাল। বলল, নো, আই অ্যাম স্টেয়িং উইথ মাই ফ্রেন্ড ইন আজুসা।

— হোয়ার ইওর প্যারেন্টস্ স্টেয়িং?

— মাই ফোক্স আর ডিভোর্সড্। মম লিভস্ উইথ হার সেকেন্ড হাসবেন্ড ইন সান্‌ফ্রানসিস্‌কো। সি ইজ আ প্রফেসর।

— অ্যান্ড ইওর ড্যাডি?

— আই ডোন্ট নো হোয়ার হি হ্যাজ গন্। হোয়েন আই অ্যাম্ নাইন ইয়ারস্ ওল্ড, দে সেপারেটেড্। আই স্টেড্ উইথ মম, টিল আই ওয়াজ ফোরটিন্। অ্যান্ড দেন সি গট্ ম্যারেড্। হার সেকেন্ড হাসবেন্ড কান্ট টলারেট মি...। অ্যান্ড হি টার্নড মি আউট ফ্রম দেয়ার হাউস।

মাইকেল কথাগুলো বলেই বইয়ের পাতায় ফের চোখ চালাল।

সায়ন বলেছিল, মা, এদেশে কারও সঙ্গে যেতে বেশি কথা বলতে যেও না। ওরা কিন্তু পছন্দ করে না।

শ্রীজাতা চুপ করে থাকতে পারে না। মানুষকে জানা, চেনার যে ওর দারুণ আগ্রহ। ও আবার প্রশ্ন করল, হোয়ার হ্যাভ্ ইউ বিন্ সিন্স দেন?

মাইকেল চোখ ফেরাল, আই হ্যাভ্ জয়েন্ট আ গ্যারাজ। আই হ্যাভ বিন্ ওয়ার্কিং দেয়ার ফর মেনি ডেইজ। অ্যান্ড স্টাডি অ্যাট্ নাইট...।

শ্রীজাতা আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগে ও নিজেই একটু থেমে বলল, আই হ্যাভ্ টেক্ন কম্পিউটার ট্রেনিং... অ্যান্ড নাও আই হ্যাভ্ জয়েন আ সফ্টওয়্যার কাম্পানি...

মাইকেল গম্ভীর হয়ে গেল। ও পড়তে লাগল। শ্রীজাতার কফির তেষ্টা পাচ্ছিল। ও ভাবল, স্টার বাক্স-এ ঢুকে একটা কফি নিয়ে আসবে। এখানে রিডিং রুমে বসে কফি খাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীজাতা সুইংডোর ঠেলে স্টারবাক্স-এ ঢোকার সময় মাইকেলের জন্যে ওর মন কেমন করল। ও তো ভারতবর্ষের মা। ওর মনে হল, আহা!

ছেলেটা বড়ো একা। ও পেছন ফিরে ঘুরে তাকাল। বলল, মাইকেল! হ্যাভ্ আ কাপ অফ্ কফি?

মাইকেলের ঠোঁটে তখন মুচকি হাসির ঢেউ। বলল, ও. কে. ফাইন...।

মাইকেল ওর সঙ্গে সঙ্গে কফি হাউসে ঢুকল। শ্রীজাতা স্টারবাক্স-এর কাউন্টারে দাঁড়িয়ে অর্ডার দেবার সময় বলল,

— মাইকেল! কোল্ড অর্ হট্ হুইচ্ ডু ইউ প্রেফার? — আই লাইক মকাচুনো।

এই ঠান্ডায় ক্রিম বরফ কফি? শ্রীজাতা হাসল। বাইরে তুষের গুঁড়োর মতো বৃষ্টি পড়ছে। বরফ না পড়লেও ঠান্ডাটা যেন জাপ্‌টে ধরছে। শ্রীজাতার গায়ে মোটা জ্যাকেট। অথচ মাইকেলের গায়ে গেঞ্জি। নিউইয়র্ক, পিট্‌সবার্গ, সিকাগো, পুরো আমেরিকার ইস্ট-এ এখন বরফ পড়ছে। বরফে ঢেকে আছে রাস্তা, বাড়ি। ক্যালিফোর্নিয়ার এই ঠান্ডাটা ওদেশের লোকের কাছে কিছুই নয়। এই সময়টাই নাকি ওদের সিজন টাইম।

চোদ্দো ডলার-এ দুটো কফি নিয়ে গ্লাস হাতে করে ওরা বাইরের লাউঞ্জে গিয়ে বসল। শ্রীজাতাও ঠান্ডা কফিই নিয়েছে। মাইকেলের খুশির সঙ্গে নিজেকে মেলাতে। গোল টেব্‌ল ঘিরে কোথাও কালো চামড়ার নিগ্রোদের আড্ডা, কোথাও সাদা চামড়ার আমেরিকান সাহেব, কোথাও মেক্সিকান, কোথাও জাপানি, চিনা অথবা থাই...। যে যার সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে কফির গ্লাস নিয়ে আড্ডা মারছে। শ্রীজাতার সঙ্গে মাইকেলকে দেখতে পেয়ে অনেকেই তাকাচ্ছে। দুটো চামড়া যে একেবারেই বেমানান। মাইকেলকে নিয়ে লাউঞ্জের একটা চেয়ার, টেব্‌ল দখল করল শ্রীজাতা। মাইকেল খুব তারিয়ে তারিয়ে কফির ক্রিম খাচ্ছে। শ্রীজাতার মুখের মধ্যে যেন হিমবাহ...।

শ্রীজাতা জিজ্ঞেস করল, মাইকেল! হ্যাভ্ ইউ আ সিস্টার?

— ইয়া। সি ইজ এলডার টু মি।

— হোয়ার ইজ সি?

— সি ইজ ইন্ সান্টা বারবারা...।

— ডু ইউ কিপ কনটাক্ট উইথ হার?

— নো। বিকজ সি ইজ ম্যারেড। সি ইজ অল্‌সো বিজি উইথ হার ফ্যামেলি অ্যান্ড প্রফেসন। হার হাসবেন্ড অল্‌সো ডাজ নট লাইক মি। দে কন্‌সিডার মি আ ন্যুইসেন্স।

মাইকেলের চোখ দুটো চিক্ চিক্ করে উঠল। শ্রীজাতা বলল, মাইকেল!

ডু ইউ ফিল ফর ইওর মাদার?

— ইয়া। — কথাটা বলেই ও বলল, বাট আই হেট্ হার।

— প্লিজ ট্রাই টু কিপ কন্‌টাক্ট উইথ ইওর মাদার।

শ্রীজাতার বুকের ভেতরটা ভারী লাগছিল। একটা কান্নার চাপ ও টের পাচ্ছিল এই মার্কিন যুবকটির জন্যে।

তারপর সাত আটদিন মাইকেলকে ও আর দেখতে পায়নি।

শ্রীজাতা আজ দেখতে পেল। মাইকেল ওকে দেখে মিটি মিটি হাসছিল।

শ্রীজাতা জিজ্ঞেস করল, হাউ আর ইউ মাইকেল?

— ফাইন। আই ফলোড্ ইওর অ্যাড্‌ভাইস অ্যাবাউট্ টেলিফোনিং মাই মম্। সি ওয়াজ প্লিজ্‌ড্। সি. ভিজিটেড্ মি, স্টেড্ ফর ফোর ডেজ।

মাইকেলের হাসিমাখা মুখটা দেখতে খুব ভালো লাগছিল শ্রীজাতার। ওর খুব ইচ্ছে করছিল মাইকেলের মাথায় হাত বুলিয়ে একটু আদর করতে। কিন্তু এটা তো ভারতবর্ষ নয়? ওরা সাহেব। কীভাবে নেবে? তবু ওর চুল নেড়ে একটু আদর করে দিল শ্রীজাতা। মাইকেল বলল, ইউ আর জাস্ট লাইক মাই মম্।

জেদি বলিষ্ঠ পায়ে মাইকেল হেঁটে বেরিয়ে গেল কার পার্কিং লট্-এ। আজ ও একটা গাড়ি ভাড়া করেছে। সান্‌বারডিনোতে যাবে। পঞ্চাশ মাইল রাস্তা ভেঙে পাহাড়ের ওপর শহর। দারুণ ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। ওখানে ধস নেমে তখন রাস্তা বন্ধও হয়ে যায়। কিন্তু মাইকেল কোনও কিছুকেই পরোয়া করে না।